দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 FEB 2014
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

ইউজিসি'র অরণ্যে রোদন

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) শিক্ষানুষঙ্গিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ তাগিদ দিয়া আসিলেও তাহা আমলে নিতেছে না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। ২০০৪-০৫ অর্থবৎসর হইতে ২০১১-১২ অর্থবৎসরের তথ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, বেতন ভাতাদি, প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় কমে নাই বরং বাড়িয়াছে। কিন্তু ব্যয় কমিয়াছে শিক্ষানুষঙ্গিক খাতে। সম্প্রতি প্রকাশিত ইউজিসির এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, ২০১১-১২ অর্থবৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেতন ভাতাদি ও পেনশন খাতে ব্যয় হইয়াছে মোট ব্যয়ের ৭৩ ভাগ। সাধারণ আনুষঙ্গিক ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় হইয়াছে ১৬ ভাগ এবং শিক্ষানুষঙ্গিক খাতে ব্যয় হইয়াছে মাত্র ১১ভাগ। ওই সময় ছাড়াও ইউজিসির বিভিন্ন সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে এই বিষয়টি লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শিক্ষানুষঙ্গিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, শিক্ষানুষঙ্গিক খাতে ব্যয় হ্রাসের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার গুণগত মান ধরিয়া রাখা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও উক্ত সুপারিশ মানা হইতেছে না।

উপরন্তু, গত বৎসরেও ইউজিসি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় ত্রুটি, অসুস্থ রাজনীতি, নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছিল। উক্ত প্রতিবেদনে ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগে প্রত্যাশিত জ্ঞানচর্চায় প্রতিবন্ধকতার প্যাপাশি প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়াও মনে করিয়াছে ইউজিসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ায় আমূল সংস্কার, সুস্থধারার ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা, নিয়োগে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, '৭৩-এর অধ্যাদেশের সংস্কার, শিক্ষকদের কনসালট্যান্সি নীতিমালা, সেশনজট নিরসন, পাঠক্রম প্রণয়নে জোর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ করিয়াছে। কিন্তু সরকার কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এইসকল সুপারিশের প্রতি একেবারেই কর্ণপাত করে নাই।

উচ্চশিক্ষার মান আরও বাড়াইতে না পারিলেও অন্তত অর্জিত মানটুকু ধরিয়া রাখিতে হইলেও একদিকে যেমন শিক্ষানুষঙ্গিক এবং গবেষণাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা জরুরি; তেমনই উপরিউক্ত অন্য সুপারিশগুলি আমলে নেওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল সেইরকম উদ্যোগ গ্রহণ করিবার মতো কিংবা সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলগুলির সহিত দেনদরবার করিবার মতো নেতৃত্ব আজকাল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাওয়া যাইবে না। নিজেদের গদি সংরক্ষণে এবং সরকারের হুকুম তামিল করিতেই তাহারা দিনরাত্রি ব্যতিব্যস্ত থাকিতেছেন। সম্প্রতি বেতন-ফি তিনগুণ বৃদ্ধি এবং সান্ধ্যকোর্স খুলিবার প্রতিবাদে গড়িয়া ওঠা ছাত্র আন্দোলনের মুখে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। জনবিতর্ক কিংবা আলাপ-আলোচনারও সুযোগ তৈরি না করিয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা কর্মকৌশল সামনে ধরিয়া শিক্ষার্থীদের বেতন-ফি বাড়াইতে উদগ্রীব হইয়া থাকে, এমনকি সান্ধ্যকোর্স চালাইতেও অত্যুৎসাহী হইয়া ওঠে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার মান ধরিয়া রাখিতে ইউজিসির অন্য সুপারিশগুলির দিকে একেবারেই নজর দেয় না। ইহা সত্যিই দুঃখজনক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন কীভাবে হইবে এবং কীভাবে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো যাইবে তাহা গুরুত্বের সহিত ভাবিবার সময় আসিয়াছে। অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা জাতির আগামী দিনের দক্ষ নাগরিক তৈরিতে বিনিয়োগের সামিল। তাহারাই দেশের বিভিন্ন সেক্টরে আগামীতে নেতৃত্ব দিবে।